ইউনিট ২

রিসালাত, কিতাব, মালায়িকা ও আখিরাত

ভূমিকা

- *রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাস ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহকে জানতে পেরেছে।*

- *নবী-রাসূলগণ কিভাবে মানুষকে হেদায়াত করবেন, কোন-পথে আহ্বান করবেন, আল্লাহর বিধিবিধান সমূহ কী এসব কিছু মহান আল্লাহ নবী-রাসূলদের কাছে ওয়াহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আর এসব ওয়াহীর সমষ্টিই হল কিতাব।*

  তাই কিতাব ও রিসালাতের প্রতি প্রত্যেক মানুষকেই ঈমান আনতে হবে।

- *নবী-রাসূলগণের কাছে আল্লাহর বাণী প্রেরণ এবং পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে মালায়িকা বা ফেরেশতারা হলেন তাঁর রাজ্যের কর্মচারী। তাঁরা সব সময় তাঁর হুকুম পালন করেন। তাঁদের প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অপরিহার্য বিষয়।*

- *মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আখিরাত বা পরকাল। এ জীবনে মানুষের জাগতিক কাজকর্মের বিচার হবে। সৎ লোকদের জন্যে এ জীবনে রয়েছে চিরকালীন সুখ-শান্তি; আর পাপীদের জন্যে রয়েছে দুঃখ ও কষ্ট। এ আখিরাত জীবনের প্রতি ঈমান রাখতে হবে।*

আলোচ্য ইউনিটে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হলো-

পাঠ-১ ঃ রিসালাত

পাঠ-২ ঃ নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

পাঠ-৩ ঃ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

পাঠ-৪ ঃ আসমানী কিতাব ও তার প্রতি বিশ্বাস

পাঠ-৫ ঃ কুরআন মাজীদ

পাঠ-৬ ঃ মালায়িকা (ফেরেশতা)

পাঠ-৭ ঃ পরকাল

পাঠ-৮ ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম

পাঠ ১ রিসালাত اَلرِّسَالَةُ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- রিসালাতের পরিচয় বলতে পারবেন
- রিসালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- রিসালাতের বিশ্বাসের মানে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- নবী-রাসূল এর পরিচয় লিখতে পারবেন
- নবী ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য কি তা বলতে পারবেন।

২.১.১ রিসালাতের পরিচয়

রিসালাত আরবি শব্দ-এর আভিধানিক অর্থ-বার্তা, চিঠি, সংবাদ বহন বা কোন শুভ কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামের পরিভাষায় মহান আল্লাহর বাণী ও বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার বিশেষ দায়িত্বকে রিসালাত বলে। এ দায়িত্বটি মূলত: নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব। মহান আল্লাহ তাঁর বাণী ও বিধিবিধান হযরত জিবরীলের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের কাছে পৌঁছে দিতেন আর তাঁরা এর প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন।

২.১.২ রিসালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালার একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমনি আবশ্যক তেমনিভাবে রিসালাতের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য।

আমরা আল্লাহর একত্ব, তাঁর অস্তিত্ব এবং পরিচয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি। নবী-রাসূল ও রিসালাতের প্রতি অবিশ্বাস করলে আল্লাহর প্রতিই অবিশ্বাস করা হয়। তাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি রিসালাতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। রিসালাতে বিশ্বাস ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কালিমা তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দ্বারা তাওহীদের ঘোষণা করা হয়েছে আর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা করা হয়েছে। রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার মতই অপরিহার্য।

২.১.৩ রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ

রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের মানে হচ্ছে- এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্যে প্রেরিত; আরও বিশ্বাস করা যে, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী ও জীবন-বিধান নিয়ে এসেছেন তা তাঁরা রচনা করেননি; আল্লাহই তা রচনা করেছেন। তাঁদের প্রচারিত জীবনব্যবস্থা মানবজীবনে ও সমাজে বাস্তবায়িত হলে সত্যিকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, তাঁদের প্রচারিত জীবনব্যবস্থাকে রক্ষা করা, তাঁদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা, সমাজে তা বাস্তবায়ন করার জন্যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করা।

২,১.৪ নবী ও রাসূল

মানুষের মধ্য থেকে যাঁরা এই রিসালাতের পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁরা হলেন নবী-রাসূল। নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও উত্তম ব্যক্তি। তাঁরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ এবং বান্দাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। মানব জাতিকে সৎপথ দেখানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা আসমানী বিধান ও অনুশাসন পাঠিয়েছেন। এই বিধান ও অনুশাসন কিতাব ও সহীফা আকারে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমেই এসেছিল। রাসূলগণ আসমানী কিতাব অনুসারে নিজ নিজ জাতিকে হিদায়াত করেছেন। মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে আসার জন্যে ডেকেছেন।

২.১.৫ নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য

নবী ও রাসূল উভয় শব্দের অর্থই সংবাদ বাহক। আভিধানিক দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায় একই অর্থ বহন করে। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে এ শব্দ দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। রাসূল তিনিই যাঁর প্রতি আসমানী কিতাব বা সাহীফা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথক বিধান এসেছে।

আর নবী হলেন তিনিই যাঁর প্রতি কোন আসমানী কিতাব বা সহীফা অবতীর্ণ হয়নি বা পৃথক কোন কিতাবও যার প্রতি নাযিল হয়নি।

তিনি শুধু পূর্বের রাসূলের বিধান ও কিতাব পুনঃ প্রচার করেছেন। প্রত্যেক রাসূলকে নবী বলা যায় কিন্তু প্রত্যেক নবীকে রাসূল বলা যায় না। তবে উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য একই। যেমন মূসা (আ:) এর প্রতি তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাই তিনি একজন রাসূল ছিলেন, আর তাঁর ভাই হারুন (আ:) একজন নবী ছিলেন, তাঁর প্রতি কোন কিতাব বা সহীফা অবতীর্ণ হয়নি। তিনি হযরত মূসা (আ:) এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাব অনুসারে প্রচার কাজ চালিয়েছেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল মূসা (আ:) এর দায়িত্বের অনুরূপ।

সারাংশ

- আল্লাহর বিধিবিধান ও বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলে।
- আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন আবশ্যক অনুরূপভাবে রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও অপরিহার্য
- যাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন নবী-রাসূল।
- যাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কিতাব ও বিধিবিধান এসেছে, তাঁকে রাসূল বলে আর যাঁর কাছে ঐ নতুন কিতাব বা বিধিবিধান আসেনি তাঁকে নবী বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। এক কথায় উত্তর দিন

১. আল্লাহর বাণী ও বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার বিশেষ দায়িত্বকে কি বলে?
২. মহান আল্লাহ তাঁর বিধিবিধান কার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের কাছে পৌঁছে দিতেন?
৩. মানুষের কাছে আল্লাহর বিধানাবলি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কাঁদের?
৪. রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিদেরকে কি বলে?
৫. নবী ও রাসূল উভয় শব্দের অর্থ কি?

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. নবী ও রাসূলের পারিভাষিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই।
২. যাঁর প্রতি কোন আসমানী-কিতাব অবতীর্ণ হয়নি তিনি হলেন রাসূল।
৩. যাঁর প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তিনি হলেন নবী।
৪. হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি।
৫. একজন রাসূলকে নবীও বলা যায় কিন্তু একজন নবীকে রাসূল বলা যায় না।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রিসালাত কাকে বলে লিখুন।
২. রিসালাতের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৩. রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ কি লিখুন।
৪. নবী ও রাসূল কাকে বলে বর্ণনা দিন।
৫. নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্যগুলোর বিবরণ দিন।

পাঠ ২ নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- নবী-রাসূলগণের গুণাবলি লিখতে পারবেন
- নবুওয়াতের ধারা উল্লেখ করতে পারবেন
- কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণের নাম বলতে পারবেন।

২.২.১ নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

মানব জাতিকে আল্লাহ অনেক দয়া ও অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তারা কিভাবে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবে, কিভাবে তার ইবাদত ও আনুগত্য করবে তা জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাঁরই। তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমেই তাঁর আনুগত্য করার পদ্ধতি মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে নবী-রাসূল প্রেরণের কতিপয় উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল।

১. সঠিক পথে পরিচালিত করা

মানুষ যখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে, ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করেছে তখনই আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ:) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স:) পর্যন্ত অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থ- প্রত্যেক জাতির জন্যই পথ প্রদর্শক আছে। (সূরা রা'দ : আয়াত- ৭)

২. সত্য পথের প্রতি আহ্বান করা

নবী-রাসূলগণ যুগে যুগে মানবজাতিকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন, সত্য পথের প্রতি আহ্বান করার জন্যেই আল্লাহ অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

৩. একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতকে নিশ্চিত করা

এ পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করবে অন্য কারও না। তিনি সৃষ্টিকর্তা তাই তিনিই মানব জাতির আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী অন্য কেউ না। একাজটি নিশ্চিত করার জন্যেই নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের নেতৃত্ব দেয়া

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে এ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার জন্যে নবী-রাসূলগণই নেতৃত্ব দিয়েছেন। নবীগণের নেতৃত্বে তাঁদের উম্মতরা একত্র হয়ে কায়েমী শক্তিকে উৎখাত করে আল্লাহর বিধানকে এ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করেছেন এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২.২.২ নবী-রাসূলগণের গুণাবলি

নবী-রাসূলগণ সকল উত্তম গুণের অধিকারী।

নবী-রাসূলগণের পদ সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন পদ, তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে একটি গুরুদায়িত্ব। তারা মানুষের মহান শিক্ষক। মানুষ তাঁদের কাছেই শিখেছে। তাই মানুষের মধ্যে যত উত্তম গুণাবলি আছে এ সব গুণ তাঁদের মধ্যে রয়েছে- নিম্নে তাঁদের গুণাবলির কতিপয় উল্লেখ করা হল।

১. তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাক্তি। কোন অযোগ্য লোকের পক্ষে নবুওয়াত ও রিসালাতের গুরু দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাঁরা ছিলেন সর্বদিক থেকে যোগ্য।

২. নবী-রাসূলগণ অত্যন্ত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, কোন অজ্ঞান ও নির্বোধ লোকের পক্ষে নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

৩. তাঁরা সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী। নিজে সৎ না হয়ে অন্যকে সৎ পথে পরিচালিত করা যায় না। কোন মিথ্যাবাদী ও অসৎ লোকের পক্ষে রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব।

৪. নবী-রাসূলগণ নি:স্বার্থ, নির্লোভ ও নিষ্পাপ। লোভ লালসা ও স্বার্থপরতা তাঁদের কাছে ঘেষঁতে পারেনি। কোন স্বার্থপর ও লোভী মানুষের পক্ষে বড় ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব নয়। আল্লাহর দীন প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের জীবন পর্যন্ত অকাতরে বিসর্জন দিতেন।

৫. নবী-রাসূলগণ ছিলেন নিষ্ঠাবান ও মানব দরদী। মানুষের সেবায় তাঁরা নিজেদের অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। মানুষের দু:খ দুর্দশা দেখে তাঁদের কোমল হৃদয় কেঁদে উঠত। শত্রুদের প্রতিও তাঁরা দয়া প্রার্থনা করতেন।

২.২.৩ নবুওয়াতের ধারা

নবুওয়াত বা রিসালাতের ধারা শুরু হয়েছে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ:) এর মাধ্যমে। আর এর সমাপ্তি ঘটেছে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স:) এর মাধ্যমে। এ দুজনের মাঝে বহু নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। মানুষকে সৎপথ দেখানো ও সঠিক পথে পরিচালনা করা। আল্লাহর দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। সব নবীর শিক্ষা প্রচারের ভিত্তি ছিল তাওহীদ।

হযরত আদম (আ:) যে দ্বীন প্রচার করেছেন, হযরত নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আ:) প্রমুখ সেই একই দীন প্রচার করেছেন। হযরত আদম (আ:) থেকে যে দীনের সূচনা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর হাতে তা পূর্ণতা লাভ করেছে।

কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণের নাম

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সকল নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ নেই। কুরআনে ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন– হযরত আদম, হযরত ইদরীস, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহয়া, হযরত ইউনুস, হযরত আইয়ুব, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত লুত, হযরত সালিহ, হযরত হুদ, হযরত ইলিয়াস, হযরত শুআইব, হযরত আলইয়াসা, হযরত যুল-কিফল, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত ঈসা (আ:) এবং নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (স:)।

সারমর্ম

- নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য মানবজাতিকে হেদায়াত দান করা। সৎ ও সঠিক পথে পরিচালনা করা, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর আনুগত্য নিশ্চিত করা।
- নবী রাসূলগণ হলেন মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গুণাবলির অধিকারী।
- হযরত আদম (আ:) থেকে নবুওয়াতের ধারা আরম্ভ হয়েছে এবং তা হযরত মুহাম্মদ (স:) এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।
- এ দু'জনের মাঝখানে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। এদের ২৫ জনের নাম কুরআনে এসেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১. মহান আল্লাহ মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে তাঁর ..... হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।
২. আল্লাহ ..... মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করার পদ্ধতি মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন।
৩. একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে নিশ্চিত করা নবী-রাসূল ..... উদ্দেশ্য।
৪. মানুষ ..... প্রতিনিধি।
৫. আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে এ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার জন্য ..... নেতৃত্ব দিয়েছেন।

২। "ক" অংশের সঙ্গে "খ" অংশের উপযুক্ত শব্দ মিলিয়ে পূর্ণ বাক্য তৈরি করুন।

১. নবী-রাসূলগণ ছিলেন	নবুওয়াতের ধারা শুরু হয়।
২. হযরত আদম (আ.) থেকে	সঠিক পথে পরিচালিত করা।
৩. নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটে	অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ।
৪. হযরত আদম (আ.) এর হাতে যে দীনের সূচনা হয়	তা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে।
৫. নবী-রাসূলের কাজ হচ্ছে মানুষকে	হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সমূহ লিখুন।
২. নবী-রাসূলগণের কতিপয় গুণাগুণ লিখুন।
৩. নবুওয়াতের ধারা কার মাধ্যমে আরম্ভ হয় এবং কার মাধ্যমে শেষ হয়? লিপিবদ্ধ করুন।
৪. কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (সা:) হলেন সর্বশেষ নবী তা প্রমাণ করতে পারবেন
- তাঁর পর কেন আর কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স:) কেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- অন্য নবীগণের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৩.১ হযরত মুহাম্মদ (স:) সর্বশেষ নবী

হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আগমনের সাথে সাথে নবী-রাসূলগণের আগমনের ধারার সমাপ্তি ঘটে।

যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাঁদের মধ্যে নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নুবুওয়াত ও রিসালতের পূর্ণতা সাধন হয়েছে, নবী-রাসূলগণের আগমন ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

অর্থ- "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী" (সূরা আল আহযাব : আয়াত- ৪০)

এ ঘোষণা থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল পৃথিবীতে আগমন করবেন না। আর কোন নবী আগমনের প্রয়োজনও নেই। কেননা তাঁর হাতেই আল্লাহ তাঁর প্রেরিত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণতা দিয়েছেন।

আরাফাতের ময়দানে মহানবী (স:) এর বিদায় হজ্জে জিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন এবং মুহাম্মদ (স:) তাঁর ভাষণে লোকদেরকে এ ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

অর্থ- "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি ও তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছি।" (সূরা মায়িদা: আয়াত ৩)

মূলত কয়েকটি কারণেই নতুন নবীর আগমনের প্রয়োজন দেখা দেয় যা নিম্নরূপ-

১. যদি পূর্বে নবীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধান বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২. পূর্ববর্তী নবীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানে যদি সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন হয়।

৩. পূর্ববর্তী নবীর প্রচারিত বিধান যদি নির্দিষ্ট গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়।

৪. পূর্ববর্তী নবীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধান যদি বাতিল করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কিন্তু এসব কারণের একটি কারণও হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রচারিত বিধানে দেখা দেয়নি, তাই তাঁর পর আর কোন নবী আসেননি এবং ভবিষ্যতেও আসবেন না। তিনি নিজেই বলেছেন-

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ وَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ

"আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই"।

২.৩.২ হযরত মুহাম্মদ (স:) সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী

হযরত মুহাম্মদ (স:) সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী। মানবতার কল্যাণের জন্য জগতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁরা কেবল কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু মুহাম্মদ (স:) সর্ববিষয় ও সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

অন্য নবী-রাসূলগণ কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, অঞ্চল বা বিশেষ সময়ের জন্যে প্রেরিত কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স:) সকল দেশ, জাতি এবং সর্বকালের জন্যে প্রেরিত।

এছাড়া মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। তাই তিনি হলেন বিশ্বনবী–এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থ- "বলুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।" (সূরা আল আরাফ-১৫৮)

হযরত মুহাম্মদ (স:) এর উপর যে সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হয় তাতে মানব জাতির সকল সমস্যার সঠিক সমাধান রয়েছে। কুরআন মাজীদে সকল আসমানী কিতাবের সারকথা নিহিত রয়েছে। বিশ্বনবীর শিক্ষায় সকল নবীর শিক্ষার সমাবেশ ঘটেছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করলে পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের অনুসরণ করা হয়। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যেই সকল শান্তি নিহিত রয়েছে।

সারমর্ম

- হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর আগমনের মাধ্যমেই নবী-রাসূল আগমনের ধারার সমাপ্তি হয়েছে।
- তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ দীন ইসলামের পরিপূর্ণতা দান করেছেন।
- তিনি হলেন বিশ্বনবী এবং সর্বকালের, সর্বযুগের এবং সব জাতির জন্যে প্রেরিত নবী।
- কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী-রাসূল আসার প্রয়োজন নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. "মহানবী (স.) আল্লাহর রাসূল এবং সকল নবীর শেষ নবী"- এ ঘোষণাটি কোন সূরায় এসেছে?
   ক. সূরা মুহাম্মদ-এ খ. সূলা আহযাবে
   গ. সূরা কাওসারে ঘ. সূরা হাশরে

২. নবুওয়াত ও রিসালতের ধারা কার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করে–
   ক. হয়রত ঈসার (আ.) খ. হযরত মূসার (আ.)
   গ. হযরত মুহাম্মদের (স.) ঘ. হযরত নূহের (আ.)

৩. দীনের পরিপূর্ণতার ঘোষণা কখন এবং কোথায় এসেছে?
   ক. মুহররমের ১০ তারিখে মক্কায়
   খ. রমযানের ২৭ তারিখে মদীনায়
   গ. যিলহজ্জের ৯ তারিখে আরাফাতে
   ঘ. ৮ম হিজরী সালে হুদায়বিয়াতে

৪. 'আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই'– এটা কিসের বাণী-

ক. কুরআনের বাণী　　খ. ইতিহাসের কথা

গ. হাদীসের কথা　　ঘ. ফিকাহ্-এর কথা

৫. হযরত মুহাম্মদ (স.)-

ক. শুধু মক্কার লোকদের জন্য প্রেরিত

খ. সমগ্র আরব জাতির জন্য প্রেরিত

গ. সমগ্র মানবতার জন্য প্রেরিত

ঘ. শুধু মদীনাবাসীর জন্য প্রেরিত

২। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন-

১. মহান আল্লাহ হযরত ঈসার (আ.) মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

২. হযরত মুহাম্মদ (স.) সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

৩. কুরআনে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান নেই।

৪. হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবী।

৫. মুহাম্মদ (স.) এর পর নতুন নবী আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবী' প্রমাণ করুন।

২. সর্বশেষ ও বিশ্বনবী কে ছিলেন এবং কেন? লিখুন।

৩. বিদায় হজ্জে মহান আল্লাহ যে ঘোষণা দিয়েছেন তা নিজ ভাষায় লিখুন।

৪. কয়টি কারণ দেখা দিলে নতুন নবীর প্রয়োজন দেখা দেয়? লিখুন।

আসমানী কিতাব ও তার প্রতি বিশ্বাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- কিতাব ও সহীফার পরিচয় বলতে পারবেন
- কিতাব ও সহীফার মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখতে পারবেন
- আসমানী কিতাব ও সহীফা পাঠানোর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো কাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা বলতে পারবেন
- কোন নবীর উপর কতটি সহীফা এসেছে তা লিখতে পারবেন

২.৪.১ কিতাব ও সহীফার পরিচয়

কিতাব শব্দের সহজ অর্থ বই-পুস্তক বা গ্রন্থ। আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণের কাছে, তাঁর ওহী বা বাণী পাঠিয়েছেন। আল্লাহর এ বাণী যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাকে আসমানী কিতাব বলে। আল্লাহর ওহী বা বাণীসমূহের সমষ্টিই কিতাব।

সহীফা শব্দের অর্থ-লিখিত ফলক। কিতাবের ন্যায় সহীফাও আল্লাহর বাণী। তবে ছোট পুস্তিকাকে সহীফা বলে।

কিতাব ও সহীফার মধ্যে পার্থক্য

কিতাব ও সহীফার মধ্যে যে পার্থক্যগুলো লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ-

১. আসমানী বড় গ্রন্থকে কিতাব বলে আর ছোট পুস্তিকাকে সহীফা বলে

২. কিতাবে অনেক বিষয়ের আলোচনা থাকে আর সহীফায় স্বল্প কতিপয় বিষয়ের আলোচনা থাকে।

৩. কিতাবগুলোর প্রতিটিই বিশেষ নামে পরিচিত। যেমন- কুরআন, তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল। কিন্তু সহীফাগুলো বিশেষ নামে পরিচিত নয়।

তবে কিতাবের ন্যায় সহীফার প্রতিও সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

২.৪.২ আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিলের উদ্দেশ্য

আসমানী কিতাব মানবজাতির জীবন-বিধান।

মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তারা এ পৃথিবীতে কিভাবে চলবে, কোন পথে ও কোন নিয়মে পরিচালিত হবে, কোন বিধান অবলম্বন করবে তা জানিয়ে দেয়াই আসমানী কিতাবের উদ্দেশ্য। মানুষের হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ যাতে তাঁদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য আল্লাহ তায়ালা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্যে যা যা দরকার সবই এই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই কিতাবই হল মানবজাতির সংবিধান। একমাত্র এ কিতাবই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিচালনার জন্য এ আসমানী কিতাব দিক নির্দেশনা দিয়েছে। তাই এ কিতাব হল মানব জাতির জীনব পদ্ধতির সঠিক দিক নির্দেশনা।

২.৪.৩ কিতাব ও সহীফার সংখ্যা

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে যেমন অসংখ্যা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তেমনি মানুসের হিদায়াতের জন্য অনেক কিতাব এবং সহীফা পাঠিয়েছেন। একশত চারখানা আসমানী কিতাব ও সহীফার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে চারখানা বড় ও প্রসিদ্ধ কিতাব। আর একশতখানা হল সহীফা বা ছোট কিতাব।

কিতাব

প্রসিদ্ধ চারখানা কিতাব কি কি, কোন ভাষায় এবং কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলঃ

	কিতাব	ভাষা	যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে
১.	যাবূর	ইউনানি ভাষায়	হযরত দাউদ (আ:)
২.	তাওরাত	ইবরানী বা হিব্রু ভাষায়	হযরত মূসা (আ:)
৩.	ইনজীল	সুরিয়নি বা সুরি ভাষায়	হযরত ঈসা (আ:)
৪.	কুরআন	আরবি ভাষায়	হযরত মুহাম্মদ (স:)

সহীফা

এছাড়া যাঁদের উপর সহীফা নাযিল হয়েছে তা নিম্নরূপ :

	রাসূলের নাম	সহীফার সংখ্যা
১.	হযরত আদম (আ:)	১০ খানা
২.	হযরত শীষ (আ:)	৫০ খানা
৩.	হযরত ইদরীস (আ:)	৩০ খানা
৪.	হযরর ইব্রাহীম (আ:)	১০ খানা
	সর্বমোট -	১০০ খানা

২.৪.৪ কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব

একজন মুসলিমের তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা যেমন জরুরি আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। কারণ আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি ইসলামের মূল বিষয়গুলো জানা যায়। আল্লাহর কালাম আসমানী কিতাবে বিশ্বাস না করলে আল্লাহকেও বিশ্বাস করা হয় না। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করা কত জরুরি।

কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ-

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের মানে হচ্ছে- মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের পথ প্রদর্শন ও কল্যাণের জন্য যেসব ঐশী বাণী প্রেরণ করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। এ কিতাবসমূহকে জীবনে জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয়া। এগুলোর মধ্যে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ, বৈধ-অবৈধ সব কিছু সঠিকভাবে পালন করা। এর বিধিবিধান সমাজে বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা চালানো।

সারাংশ

- কিতাব আকারে বড় ও এতে অনেক বিষয়ের আলোচনা থাকে।
- ছোট পুস্তিকা হল সহীফা, এতে কতিপয় বিষয়ের আলোচনা থাকে।
- নবী-রাসূলগণ মানুষকে কোন নিয়মে এবং কোন পথে পরিচালনা করবেন তার বর্ণনা আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে।
- কিতাবে যা আছে বা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নই হচ্ছে কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. কিতাব শব্দের সহজ অর্থ .....।

২. আল্লাহর বাণী যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তাকে ..... বলে।

৩. আসমানী ..... গ্রন্থকে কিতাব বলে এবং ছোট পুস্তিকা .....বলে।

৪. আসমানী কিতাব মানব জাতির জন্য .....।

৫. আসমানী কিতাব ও সহীফার সংখ্যা .....।

২। 'ক' বিভাগের শব্দগুলোকে 'খ' বিভাগের উপযুক্ত শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে লিখুনঃ

ক	খ
১. যাবূর অবতীর্ণ হয়	আরবি ভাষায়
২. তাওরাত অবতীর্ণ হয়	হযরত ঈসা (আ.) এর উপর
৩. ইনজীল অবতীর্ণ হয়	হযরত দাউদ (আ.) উপর
৪. কুরআন অবতীর্ণ হয়	সূরিয়ারানী ভাষায়
৫. কুরআনের ভাষা	হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর
৬. যাবূরের ভাষা	হিব্রু ভাষায়
৭. তাওরাতের ভাষা	হয়রত মূসা (আ.) এর উপর
৮. ইনজীলের ভাষা	ইউনানী ভাষায়

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিতাব ও সহীফার পরিচয় দিন।

২. কিতাব ও সহীফার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৩. আসমানী কিতাব ও সহীফা পাঠানোর উদ্দেশ্য কী লিখুন।

৪. কিতাবের সংখ্যা কত? কোন কিতাব কার উপর কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয় তা বর্ণনা করুন।

৫. সহীফার সংখ্যা কত। কোন নবীর উপর কয়টি সহীফা অবতীর্ণ হয় লিখুন।

৬. কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ কী? আলোচনা করুন।

৭. কিতাব এর প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব কী বলুন।

পাঠ ৫ কুরআন মাজীদ قُرْاٰنٌ مَجِيْدٌ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখতে পারবেন।
- কুরআন মাজীদের নামগুলো বলতে পারবেন।
- কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার ধারা লিখতে পারবেন।
- কুরআন মাজীদ সর্বশেষ গ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ দিতে পারবেন।

২.৫.১ কুরআন মাজীদের পরিচয়

কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম বা বাণী। এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মহান আল্লাহ হযরত জিবরীলের (আ:) মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর উপর এ কিতাব অবতীর্ণ করেন। এর পারা বা অংশ সংখ্যা ৩০, সূরা সংখ্যা ১১৪ এবং আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬।

এ গ্রন্থটি বেশ কতিপয় নামে পরিচিত। যা নিম্নরূপ :

কুরআনের নামসমূহ

১. আল-কুরআন	(اَلْقُرْاٰنُ)	=সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ
২. আল-ফুরকান	(اَلْفُرْقَانُ)	= সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী
৩. আয্ যিকর	(اَلذِّكْرُ)	= উপদেশ
৪. আন্নূর	(اَلنُّوْرُ)	= আলো/জ্যোতি
৫. আত্ তানযীল	(اَلتَّنْزِيْلُ)	= অবতীর্ণ (কৃত)
৬. আল-কিতাব	(اَلْكِتَابُ)	= গ্রন্থ

তবে এসব নামের মধ্যে এ গ্রন্থটি কুরআন নামেই প্রসিদ্ধ।

এ গ্রন্থের ভাষা আরবি। আল্লাহ বলেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।" (ইউসুফ-২)

২.৫.২ কুরআন মাজীদ কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে?

কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

"বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।" (সূরা- বুরুয : আয়াত ২১-২২)

অত:পর আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজ থেকে রামযান মাসের লাইলাতুল কদরে সম্পূর্ণ কুরআনকে একসঙ্গে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নাযিল করেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থ- "নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।" (সূরা কদর, আয়াত-১)

পরবর্তীকালে পৃথিবীর আসমান থেকে হযরত জিবরীলের মাধ্যমে প্রয়োজন মতো অল্প অল্প করে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর উপর কুরআন নাযিল করা হয়। সুদীর্ঘ ২৩ বছরে কুরআন মাজীদের অবতরণ সমাপ্ত হয়।

২.৫.৩ কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব

হযরত মুহাম্মদ (স:) সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসেননি, আসেবনও না। আর আসার কোন প্রয়োজনও নেই। ফলে তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কুরআন মাজীদই মানবজাতির সর্বশেষ দিশারী। কুরআন মাজীদের সর্বশেষ আয়াত এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ বলেন- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম। তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল মায়িদা : আয়াত- ৩)

২.৫.৪ কুরআন মাজীদ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব

আল্লাহ তাআলা মানুষের হেদায়াতের জন্যে অনেক কিতাব পাঠিয়েছেন। সে সব কিতাবের প্রতি অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। সব আসমানী গ্রন্থই মর্যাদা সম্পন্ন। তবে কুরআন মজীদ নিম্নবর্ণিত কারণে অন্য কিতাবের উপর অধিক মর্যাদাপূর্ণ। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব।

কুরআন মজীদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হওয়ার কারণসমূহ

১. কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটি মানবজাতির জীবন বিধান। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত-অনাগত সকল মানুষের সব সমস্যার সঠিক সমাধান বিদ্যমান। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সব সমস্যার সমাধান কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে।

২. কুরআন মাজীদের শিক্ষা সর্বকালের সব মানুষের জন্যে, অন্যান্য আসমানী কিতাব নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট গোত্রের লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কুরআন বিশ্ব মানবতার জন্য নাযিল করা হয়েছে। এর শিক্ষা অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৩. অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় নেই কিন্তু কুরআন অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি যিকর তথা কুরআনকে নাযিল করেছি আর এর সংরক্ষণকারীও আমি।" (সূরা হিজর : ৯)

৪. কুরআন মাজীদের ভাষা চমৎকার ও জীবন্ত। এটি সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। প্রাচীন কবি সাহিত্যিকরা কুরআন, এর ভাষা ও ভাষাগত মাধুর্যে মোহিত হয়ে কাব্য চর্চা বন্ধ করে দেন। অনেকে কুরআনের বাণী শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. কুরআন মাজীদ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই, এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অনেক সূত্র ও তথ্য এর মাঝে বিদ্যমান।

সারমর্ম
কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। এর ৩০টি পারা, ১১৪টি সূরা ও ৬৬৬৬টি আয়াত রয়েছে। এটি প্রথমে লাওহে মাহফুজে ছিল, রমযান মাসে লাইলাতুল কদরে পৃথিবীর নিকটস্থ আসমানে অবতীর্ণ হয়। অতপর মুহাম্মদ (স:) এর ওপর তাঁর ২৩ বছর নবী জীবনে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। এর ভাষা আরবী।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। এক কথায় উত্তর দিন

১. মহান আল্লাহ কার মাধ্যমে কার উপর আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন?

২. কুরআনের পারা ও সূরা সংখ্যা কত?

৩. কুরআনে আয়াত সংখ্যা কত?

৪. আল-কুরআন অর্থ কি?

৫. কুরআন মাজীদে কোথায় সুরক্ষিত ছিল?

২। শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

১. আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজ থেকে রমযান মাসের ..... সম্পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গে পৃথিবীর আসমানে অবতীর্ণ করেন।

২. সুদীর্ঘ ..... বছরে কুরআন মাজিদের অবতরণ সমাপ্ত হয়।

৩. কুরআন মাজিদ অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর অধিক .....।

৪. অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ .....অবস্থা নেই কিন্তু কুরআন ..... অবস্থায় রয়েছে।

৫. সবচেয়ে পঠিত গ্রন্থের নাম .....।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২. কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ নামগুলো অর্থসহ লিখুন।

৩. কুরআন মাজীদের অবতীর্ণ হওয়ার ধারাটি সংক্ষেপে লিখুন।

৪. "কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব" ব্যাখ্যা করুন।

৫. কুরআন মাজীদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৬ মালায়িকা (ফেরেশতা)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মালায়িকা বা ফেরেশতার পরিচয় বলতে পারবেন।
- কতিপয় প্রসিদ্ধ ফেরেশতার দায়িত্ব ও কাজ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কতিপয় প্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম বলতে পারবেন।
- তাঁদের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

২.৬.১ মালায়িকার পরিচয়

মালাইকা আরবি শব্দ। এ শব্দটি বহুবচন এর একবচন 'মালাকুন' অর্থ- ফেরেশতা। তাঁরা নূরের তৈরি আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের ঘুমের দরকার হয় না। রোগ-শোক, দু:খ, কষ্ট ইত্যাদি হতে তাঁরা মুক্ত। আল্লাহর হুকুমে তাঁরা যে কোন সময় যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা আল্লাহর হুকুমে মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে পৌঁছতে পারেন।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা। তাঁরা সব সময় আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকেন। তাঁরা হলেন আল্লাহর রাজ্যের কর্মী বাহিনী। তাঁরা আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠে মগ্ন থাকেন। তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন না। কখনও আল্লাহর অবাধ্য হন না। আল্লাহ বলেন-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ- "আল্লাহ তাঁদেরকে যে আদেশ করেন, তারা কখনও তার বিরুদ্ধাচারণ করেন না এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয় তা পালন করেন।" (সূরা তাহরীম : ৬)

২.৬.২ কতিপয় ফেরেশতার নাম ও তাঁদের কাজ

ফেরেশতাগণের সংখ্যা অগণিত, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। তাঁদের কতিপয়-এর মূল নাম আবার কতিপয় এর গুণবাচক নাম কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁদের নাম ও দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হল-

১. **হযরত জিব্রাঈল (আ:)**

তাঁর গুণবাচক নাম রুহুল কুদূস।

- তিনি আল্লাহর বাণী, আদেশ-নিষেধ এবং বিভিন্ন সংবাদ নবীদের কাছে সরবরাহ করেন।
- তিনি বিভিন্ন সময় মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহর রহমত নিয়ে আসেন।

২. **হযরত মীকাঈল (আ:)**

তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে বিভিন্ন জীবের জীবিকা বিলি-বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৩. **হযরত আযরাইল (আ:)** তার গুণবাচক নাম মালকুল মাউত।

তিনি আল্লাহর নির্দেশে মানুষসহ সকল জীবের জান কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত।

৪. **হয়রত ইসরাফীল (আ:)**

তিনি কিয়ামত বা মহা-প্রলয় সংঘটিত করার জন্যে আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। এতে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। এতে মানব জাতি আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে।

৫. **কিরামান কাতিবিন**

তাঁরা মানুষের ভাল ও মন্দ কাজের হিসাব রাখেন।

৬. **মুনকার ও নাকীর**
তাঁরা মানুষকে কবরে শায়িত করার পর আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করবেন।

৭. **মালিক**
জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা।

৮. **রিদওয়ান**
জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা।

৯. **মুকাররাবুন (আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত)**
সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন এবং আল্লাহর আরশের আশেপাশে থাকেন।

১০. **রহমতের ফেরেশতা**
তাঁরা এ পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত বিরতণ করেন।

১১. **আযাবের ফেরেশতা**
তাঁরা এ পৃথিবীতে অন্যায়কারীদের ধ্বংস করেন এবং আল্লাহর গযব নাযিল করেন। যেমন, হযরত লূত, হযরত হূদ ও হযরত শুআইব (আ:) এর বংশকে অন্যায়ের কারণে আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

২.৬.৩ ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাদের চোখে দেখা না গেলেও তাঁদের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। এটা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস না করলে আল্লাহর ওহী ও বাণীর প্রতিও বিশ্বাস পূর্ণ হবে না। কারণ তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর বাণীকে নবীগণের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর দূত, এতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস ঈমানে মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসের অংশ। যারা তাদের প্রতি বিশ্বাস করে না, তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার মনোভাব রাখে আল্লাহ তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর অনুগত বান্দা ও দূত হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁদেরকে আল্লাহর মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করেছেন এরূপ বিশ্বাস করা যাবে না। এটি একটি মহাঅপরাধ এবং ভ্রান্ত ধারণা। কেউ এধরনের ধারণা করলে সে মোমেন থাকবে না।

সারাংশ

ফেরেশতারা নূরের তৈরি এবং আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর অনুগত বান্দা ও দূত। তাঁরা সদা আল্লাহর প্রশংসায় এবং স্ব-স্ব দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস ঈমানেরই অংশ। তাঁদের প্রতি ঈমান না রাখলে অথবা তাঁদেরকে আল্লাহর মেয়ে ধারণা করলে ঈমান থাকবে না। ফেরেশতার সংখ্যা অগণিত। তাঁদের কতিপয়ের নাম কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ২.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

১. ফেরেশতাগণ -

ক. মাটির তৈরি　　খ. আলোর তৈরি

গ. বাতাসের তৈরি　　ঘ. নূরের তৈরি

২. ফেরেশতারা হলেন-

ক. আল্লাহর বান্দা　　খ. রাজ্যের বাহিনী

গ. আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী
ঘ. সব কয়টি উত্তরই সঠিক

৩. মালায়িকার সংখ্যা-
ক. সীমিত
খ. অগণিত
গ. আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না
ঘ. খ ও ঘ উত্তর সঠিক

৪. মুনকার-নাকির এর দায়িত্ব-
ক. কবরে মৃতকে প্রশ্ন করা
খ. ভাল মন্দের হিসাব লিখা
গ. মানুষের অবস্থা দেখাশুনা করা
ঘ. রহমত করা

২। শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১. হযরত জিব্রাইল (আ.) এর গুণবাচক নাম .....।
২. জীবিকা বিলি-বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার নাম .....।
৩. জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার নাম .....।
৪. বান্দার ভাল-মন্দের হিসাব রাখেন ..... ফেরেশতা।
৫. হযরত আযরাইলের গুণবাচক নাম .....।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. সংক্ষেপে মালায়িকার পরিচয় লিখুন।
২. প্রধান চারজন ফেরেশতার নাম ও তাঁদের দায়িত্ব কি? উল্লেখ করুন।
৩. মালায়িকার প্রতি বিশ্বাসের অর্থ কী তা বর্ণনা করুন।
৪. প্রধান চারজন ছাড়া বাকি ফেরেশতাদের দায়িত্ব লিখুন।

পাঠ ৭ আখিরাত اَلْاٰخِرَةُ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আখিরাত বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- কবর কি এবং কবরে কী কী প্রশ্ন করা হবে তা লিখতে পারবে।
- কিয়ামত কী? তা বলতে পারবেন।
- হাশর ও বিচার সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- আমলনামা কী? জান্নাত ও জাহান্নাম কী? তা লিখতে পারবেন।

২.৭.১ আখিরাতের পরিচয়

আখিরাতের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো

মৃত্যুর পরের জীবনকে আখিরাত বা পরকাল বলে। মৃত্যুর পর থেকেই আখিরাতের জীবন শুরু হয়। সে জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। যে ক'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হল ঃ ১. কবর ২. কিয়ামত ৩. হাশর ও বিচার ৪. আমলনামা প্রদান ৫. জান্নাত জাহান্নাম।

কবর

কবর মানে বারযাখের জগৎ

মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে কবর বা পরকালের জগৎ বলে। এ কবরে মুনকার-নাকীর নামে দু'জন ফেরেশতা আসবেন। মৃত ব্যক্তিকে তারা তিনটি প্রশ্ন করবেন। যাদেরকে কবর দেয়া হয় না বা সম্ভব হয় না তাদেরকেও এ প্রশ্নগুলো করা হবে। কবর বলতে শুধু মাটির গর্তকে বোঝায় না। কবর বলতে পরকাল জগতকেই বুঝায়। মানুষ মৃত্যুর পর এ জগতেই থাকবে যেমনটি জন্মের পূর্বে তারা আলমে আরওয়াহ বা আত্মা জগতে ছিল।

কবরের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো করা হবে তা হলো :

১. مَنْ رَبُّكَ = (তোমার প্রভু কে?)

২. مَادِيْنُكَ = (তোমার জীবন বিধান (ধর্ম) কী?

মহানবী (স:) এর প্রতি ইংগিত দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে-

৩. مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ = (এ ব্যক্তি কে?)

মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয় তাহলে সে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি মুমিন না হয় তাহলে সে উত্তর দিতে পারবে না।

যারা মুমিন ও পুণ্যবান তাদের কবর তথা পরকালের জীবন হবে সুখের। তাঁদের কবরকে জান্নাতের সুখে সুখময় করা হবে। যারা পাপী তাদের কবর হবে দু:খের। তাদের কবরকে জাহান্নামের মত দু:খময় করা হবে।

কিয়ামত

এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ এ বিশ্ব জগতকে ধ্বংস করে দেবেন। এই মহাপ্রলয় ও ধ্বংসকে কিয়ামত বলে। নির্ধারিত সময় ইসরাফীল (আ:) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। এর ফলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাশর ও বিচার

কিয়ামতের অনেক পরে ইসরাফীল (আ) পুনরায় শিঙায় ফুঁ দেবেন। ফলে যে যেখানে থাকবে সে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে। একেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বলা হয়। অত:পর একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে সবাই এক বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। আর একেই হাশর বা মহাসমাবেশ বলে।

এরপর হবে বিচার। অতি সূক্ষ্ম বিচার। মহান আল্লাহ নিজেই হবেন বিচারক। নবী-রাসূল এবং ফেরেশতাগণ, সাক্ষ্যদাতাগণ সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকবেন। পাপীদের বাকশক্তি বন্ধ করে দেয়া হবে। তাদের হাত পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। সেদিন প্রতিটি ভাল ও মন্দ কাজের ওজন করা হবে। আর যা দ্বারা ওজন করা হবে তাকে বলে মীযান। সেদিন মানুষের প্রতিটি কাজের হিসাব নেয়া হবে, তা যতই ছোট হোকনা কেন। বিচারের পর সবাই নিজ নিজ কাজের ভাল অথবা মন্দের প্রতিদান পাবে। কারও প্রতি কোন প্রকার অন্যায় করা হবে না।

আমলনামা প্রদান

হাশরের ময়দানে মানুষের সব ধরনের আমল পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবান ব্যক্তিদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে এবং পাপীদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। পৃথিবীর জীবনে মানুষের কৃতকর্মের যে রেকর্ড 'কিরামুন কাতেবিন' ফেরেশতা সংরক্ষণ করেছেন তাকেই আমলনামা বলে।

জান্নাত ও জাহান্নাম

বিচার শেষে প্রত্যেকের আমলনামা প্রদানেরর পর পুর্ণ্যবানদের জান্নাতে এবং পাপীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

ইহকালের সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মুমিন ও পুণ্যবানদের জন্যে যে আনন্দ সুখময় চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান তৈরি রাখা হয়েছে তাকে জান্নাত বলে। জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান বা বাগান, যা আমাদের কাছে বেহেশত নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে কাফির, মুশরিক ও নাফরমান ব্যক্তিদের জন্যে যে কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলে জাহান্নাম। জাহান্নামকে 'নার' বা নরকও বলে, যা দোযখ নামে আমাদের কাছে পরিচিত।

২.৭.২ আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস

তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন ঈমানের অঙ্গ অনুরূপভাবে আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ মুমিন মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

"তারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ৪)

মহানবী (স.) মক্কী-জীবনে তাওহীদ ও আখিরাতের কথাই বেশি প্রচার করেছেন। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করা ছাড়া তাওহীদ, রিসালাত ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সুতরাং মুমিন হওয়ার জন্যে আখিরাতের বিশ্বাস অপরিহার্য।

আখিরাতে বিশ্বাসের সুফল

নিম্নে আখিরাতে বিশ্বাসের সুফলগুলো দেয়া হল:

১. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল এবং জীবনের কাজকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন রাখে।

২. মানুষের মধ্যে জাগতিক কাজকর্মে নিষ্ঠা সৃষ্টি করে।

৩. আল্লাহর কাছে প্রতিটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

৪. প্রতিটি কাজের মধ্যে মানুষকে পরকালীন পরিণাম সম্পর্কে সচেতন রাখে।

৫. মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ভাল কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করে। কারণ মন্দ কাজের জন্য আখিরাতে রয়েছে শাস্তি আর ভাল কাজের জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

সারাংশ
- মৃত্যুর পর থেকেই আখিরাত জীবন শুরু হয়
- কবর মানে নিছক গর্ত নয় কবর মানে বারযাখের জগৎ
- মুমিন ও সৎলোকেরা কবরে শান্তিতে থাকবে আর পাপীরা দু:খে থাকবে
- হাশরের ময়দানে বিচার শেষে মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে
- জান্নাত হল সুখময় স্থান আর জাহান্নাম হল দু:খময় স্থান।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. কিয়ামতের পর থেকেই আখিরাত জীবন আরম্ভ হয়।
২. কবরে মানুষকে তার পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।
৩. যে দুজন ফেরেস্তা কবরে জিজ্ঞেস করবেন তাঁরা হলেন কিরামুন কাতেবিন।
৪. শুধু মুমিন ব্যক্তি কবরের প্রশ্নগুলোর সঠিত উত্তর দিতে সক্ষম হবেন।
৫. মুনকার-নাকির ফেরেস্তা মানুষের আমলনামা সংরক্ষণ করেন।

২। এক কথায় উত্তর দিন

১. কিয়ামতের দিন এ বিশ্ব জগতকে কে ধ্বংস করবে?
২. মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিসের সাক্ষ্য দেবে?
৩. হাশরের ময়দানে মানুষের সব ধরনের আমল কি করা হবে?
৪. আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের কি?
৫. মহানবী (স.) কখন তাওহীদ ও আখিরাতের কথা প্রচার করেছেন?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আখিরাতের পরিচয় লিখুন।
২. কবর কাকে বলে? কবরে কী কী প্রশ্ন করা হবে লিখুন।
৩. কিয়ামত কাকে বলে, লিখুন।
৪. হাশর ও বিচার বলতে কি বুঝায় বর্ণনা করুন।
৫. আখিরাতের বিশ্বাসের সুফল কি লিখুন।

পাঠ ৮ জান্নাত ও জাহান্নাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- জান্নাত ও জাহান্নাম কি তা বলতে পারবেন।
- জান্নাত ও জাহান্নামে যারা প্রবেশ করবে তাদের পরিচয় উল্লেখ করতে পারবেন।
- জান্নাতের স্তরসমূহ বলতে পারবেন।
- জাহান্নামের স্তরসমূহ বলতে পারবেন।

২.৮.১ জান্নাতের পরিচয়

জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান বা বাগান। এটি সুখ-শান্তি ও আনন্দের চিরস্থায়ী বাসস্থান। সেখানে রয়েছে আনন্দের সব রকম আয়োজন। মন যা চাইবে সেখানে তাই পাওয়া যাবে। জান্নাত, এত সুন্দর যা কেউ কোন দিন দেখেনি, কোন দিন শুনেনি। কেউ কোন দিন কল্পনাও করেনি। এটি ঘন সবুজ গাছগাছালি ঘেরা বাগান। যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। কুরআন শরীফের অনেক আয়াত ও সূরায় জান্নাতের বিবরণ এসেছে।

২.৮.২ জান্নাত কারা পাবে?

মুমিন ও সৎ লোক জান্নাত পাবে।

পুণ্যবান মুমিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা নবী-রাসূলদের বাসস্থান। যারা আখেরাতের জীবনকে জাগতিক জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, যারা আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্যে সদা নিয়োজিত ও দ্বীনকে ভালবাসে তারাই এ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২.৮.৩ জান্নাতের স্তরসমূহ

মুমিন ও সৎ লোকের পুণ্যের তারতম্য রয়েছে। যেসব লোক জান্নাত পাবেন তারা সবাই সমমর্যাদার অধিকারী নন। বরং ঈমান, সৎকর্ম ও প্রতিদানের পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেকের মর্যাদা ও অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হবে। জান্নাতবাসীদের মর্যাদা অনুযায়ী জান্নাতে আটটি স্তর আছে। এগুলো হল:–

১. জান্নাতুল ফেরদাউস
২. দারুল মাকাম
৩. দারুল কারার
৪. দারুস সালাম
৫. জান্নাতুল মাওয়া
৬. দারুন নাঈম
৭. দারুল খুলদ
৮. জান্নাতু আদন।

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর হলো জান্নাতুল ফেরদাউস আর সর্বনিম্নস্তর হলো জান্নাতু আদন।

পুণ্যের তারতম্য অনুসারে জান্নাতীগণ বিভিন্ন স্তরের জান্নাতে অবস্থান করবেন। জান্নাতে প্রবেশ করার পর সেখান থেকে আর কাউকে বের করে দেয়া হবে না। চিরকাল সেখানে অবস্থান করবেন। তাদের সেখানে কোন দু:খ-কষ্ট থাকবে না। তারা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করবেন।

সব কিছুর উপরে জান্নাতবাসীর পরম পাওয়া হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দ্বীদার। তারা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে।

২.৮.৪ জাহান্নামের পরিচয়

জাহান্নাম অর্থ দোযখ বা নরক। জাহান্নাম হল চির কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক স্থান। এটির অর্থ কঠিন অগ্নিকুণ্ড। একটি ভয়াবহ শাস্তির স্থান। এখানে রয়েছে দুর্গন্ধযুক্ত ফুটন্ত পুঁজ। পচাগন্ধ এবং কাঁটাযুক্ত ফল যা পেটে গেলে নাড়িভূঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

২.৮.৫ জাহান্নামে কারা প্রবেশ করবে?

কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এ কঠিন জাহান্নামে, কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, পাপী, অপরাধী ও আল্লাহর অবাধ্য বান্দারা প্রবেশ করবে।

যাদের ঈমান নেই তারা চিরতরে এ জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। আর যাদের ঈমান আছে তাদের পাপ অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি প্রদান শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।

২.৮.৬ জাহান্নামের স্তর

পাপীদের অপরাধের তারতম্য আছে। সকল পাপী সমানভাবে অপরাধী নয়। তাই তাদের শাস্তির ক্ষেত্রেও পার্থক্য হবে। শাস্তির কঠোরতার দিক থেকে জাহান্নামের সাতটি স্তর আছে, যা নিম্নরূপ:

১. জাহান্নাম
২. লাযা
৩. হুতামা
৪. সাঈর
৫. সাকার
৬. জাহীস
৭. হাবিয়া

জাহান্নামী তাদের পাপ অনুযায়ী জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে। এদের মধ্যে যারা কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক তারা সবেচেয়ে নিকৃষ্ট হাবিয়া দোযখে প্রবেশ করবে। আর বাকিরা তাদের পাপ অনুযায়ী বিভিন্ন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সারমর্ম
- জান্নাত চির সুখময় স্থান আর জাহান্নাম চির দু:খময় স্থান
- মোমেন ও সৎলোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অপর বেঈমান ও পাপীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে
- জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর হল জান্নাতুল ফিরদাউস আর সর্বনিম্ন স্তর হল জান্নাতু আদন
- জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট স্তর হল হাবিয়া
- যাদের ঈমান নেই তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে আর মুমিনদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকে পাপ পরিমাণ শাস্তি দেয়ার পর জান্নাত দেয়া হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ২.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. জান্নাত শব্দের অর্থ .....।
২. জান্নাতের সর্বোচ্চ .....।
৩. জান্নাতে সর্বনিম্ন স্তর হল .....।
৪. সব কিছুর উপর জান্নাতবাসীর পরম পাওয়া হল .....।
৫. জাহান্নামের নিকৃষ্টতম হল .....।

২। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. জান্নাতের স্তর ৭টি/৮টি/৫টি/২টি

২. জাহান্নামের স্তর ৮টি/৬টি/৫টি/৩টি

৩. জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর হল জান্নাতুল মাওয়া/ফেরদাউস/দারুলখুলদ/দারুল কারার

৪. সব কিছুর উপর জান্নাতবাসীদের পরম পাওয়া হবে, সুস্বাদু খাদ্য/আরাম আয়েশ/ ভোগ-বিলাস/আল্লাহর দীদার ও সন্তুষ্টি

৫. যাদের ঈমান নেই তারা জাহান্নামে থাকবে চিরতরে/সাময়িক/আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী/পুনরায় ঈমান আনা পর্যন্ত।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জান্নাত ও জাহান্নাম কী বর্ণনা করুন।

২. জান্নাতের স্তর কয়টি ও কী কী লিখুন।

৩. জাহান্নামের স্তর কয়টি ও কী কী লিখুন।

৪. জান্নাত কারা পাবে বর্ণনা করুন।

৫. জাহান্নামে কারা প্রবেশ করবে লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ২

বিশদ উত্তর মুলক প্রশ্ন

১. রিসালাত কাকে বলে? রিসালাতের গুরুত্ব ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা লিখুন। (উত্তর সংকেত ২.১.১, ২.১.২, ২.১.৩)

২. নবী ও রাসূল কাকে বলে? নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। (উত্তর সংকেত ২.১.৪, ২.১.৫)

৩. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করুন এবং নবী-রাসূলগণের গুণাবলি উল্লেখ করুন। (উত্তর সংকেত ২.২.১ - ২.২.২)

৪. "হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী" –একথা প্রমাণ করুন। (উত্তর সংকেত ২.৩.১, ২.৩.২)

৫. আসমানী কিতাবের পরিচয় দিন? আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব লিখুন। (উত্তর সংকেত ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৪.৪)

৬. কুরআন মাজীদের পরিচয় দিন? "কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব"- প্রমাণ করুন। (উত্তর সংকেত ২.৫.১, ২.৫.৩, ২.৫.৪)

৭. মালায়িকা বলতে কী বুঝায়? তাদের কাজ কী? মালায়িকার প্রতি কী বিশ্বাস করতে হবে? (উত্তর সংকেত ২.৬.১, ২.৬.২, ২.৬.৩)

৮. আখিরাত জীবনের পরিচয় দিন। আখিরাতে বিশ্বাসর সুফল বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ২.৭.১, ২.৭.২)

৯. জান্নাত ও জাহান্নাম কী? জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। (উত্তর সংকেত ২.৮১. - ২.৮.৬)